রাগ–রাগিণী শ্রেণীবিভাগ / বর্গীকরণ (Raga- Ragini Classification)

ভূমিকা:

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগের শ্রেণীবিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গীতজ্ঞ ও শাস্ত্রকাররা রাগগুলিকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে রাগ–রাগিণী শ্রেণীবিভাগ মধ্যযুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। তবে আধুনিক সঙ্গীতবিদদের মতে, এই পদ্ধতির কোনো সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

রাগ–রাগিণী শ্রেণীবিভাগ:

মধ্যযুগীয় এই পদ্ধতিতে রাগগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল— ১. রাগ (পুরুষ) ২. রাগিণী (স্ত্রী) ৩. পুত্র রাগ (সন্তান)

এই পদ্ধতি অনুযায়ী— ৬টি প্রধান রাগ ছিল। প্রত্যেক রাগের ৫ বা ৬টি রাগিণী (স্ত্রী) ছিল। প্রত্যেক রাগের ৮টি পুত্র রাগ ছিল। কিন্তু কোন ভিত্তিতে একটি রাগিণী বা পুত্র রাগকে নির্দিষ্ট রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার কোনো নির্দিষ্ট নীতি কখনও প্রণয়ন করা হয়নি। প্রধানত ভরত ও হনুমান, ব্রহ্মা এবং নারদ-সংহিতা–এই তিনটি মত উল্লেখযোগ্য।

১. ভরত ও হনুমান মতানুসারে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী:

রাগ	রাগিণী
১. ভৈরব	মধ্যমাদী, ভৈরবী, বঙ্গালী, বরাটী, সৈন্ধবী
২. মালকৌশিক	তোড়ী, খাম্ভাবতী, গৌড়ী, গুণক্রী, ককুভ
৩. হিন্দোল	বিলাবল (বেলাবলী), রামকেলী, দেশাক্ষ, পটমঞ্জরী, ললিতা
৪. দীপক	কানাড়া, দেশী, কামোদ, নাট, কেদার
৫. শ্রী	বসন্ত, মালব, মালশ্রী, ধনাশ্রী, আসাবরী
৬. মেঘ	মল্লার, দেশকার, ভূপালী, গুজরী, টঙ্কী।

২. ব্রহ্মার মতানুসারে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী

রাগ	রাগিণী
১. শ্রী	মালতী, ত্রিবেণী, গৌরী, কেদার, মধ্যমাদবী, পাহাড়িকা
২. বসন্ত	দেশ, দেশকারি, বরাটী, তোড়ী, ললিত, হিন্দোল
৩. পঞ্চম	বিভাস, ভূপালী, কর্ণাটী, বড় হংসিকা, মালবশ্রী, পটমঞ্জরী
৪. মেঘ	মল্লার, সৌরঠী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরিপ্রিয়া
৫. নাটনারায়ণ	কামোদ, কল্যাণী, ভাবতী, নাটিকা, সালঙ্গী, নাটেশ্বরী
৬. ভৈরব	ভৈরবী, সিন্ধু, গুজরী, বরাটী, রামকেলী, গুণকেলী

উল্লেখ্য: সোমনাথ (সোমেশ্বর), শিবমত এবং কল্লিনাথও ব্রহ্মার মতকে সমর্থন করেছেন। তবে কেবলমাত্র রাগিণীর ক্ষেত্রে কিছু মতভেদ দেখা যায়।

৩. নারদ-সংহিতা মতানুসারে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী

রাগ	রাগিণী
১. মালব	মালশ্রী, ধনাশ্রী, রামকেলী, সৈন্ধবী, ভৈরবী, গাসাবরী
২. মল্লার	বেলাবলী, কানাড়া, পূর্বী, মাধবী, কৌড়া, কেদারিকা
৩. শ্রী	গান্ধারী, সুরজা, গৌরী, কৌমারী, বল্লারী, বৈরাগী

৪. বসন্ত	তোড়ী, পঞ্চমী, ললিত, পটমঞ্জরী, গুজরী, বিভাসা
৫. হিন্দোল	ময়ূরী, দীপিকা, দেশকার, পাহাড়ী, বড়ারী, মারহাটী
৬. কর্ণাট	নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গারা, কামোদ, কল্যাণ।

বিভিন্ন সঙ্গীতাচার্য তাঁদের নিজস্ব মতানুসারে রাগ–রাগিণীর তালিকা নির্ধারণ করেছেন। তাই রাগিণীর নাম ও বিন্যাসে কিছু মতভেদ দেখা যায়।

ভরত, হনুমান, ব্রহ্মা, নারদ, সোমনাথ, শিবমত ও কল্লিনাথ প্রমুখ এই শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রদান করেছেন।

প্রাচীনকালে ঋতুভিত্তিক রাগ-বিভাগও প্রচলিত ছিল। সাধারণভাবে—গ্রীষ্মকাল — দীপক, বর্ষাকাল — মেঘ, শরৎকাল — ভৈরব, হেমন্তকাল — মালকৌশিক, শীতকাল — শ্রী, বসন্তকাল — হিন্দোল।

রাগ–রাগিণী পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা:

এই শ্রেণীবিভাগের কয়েকটি প্রধান ত্রুটি হলো—

১. কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই – এই পদ্ধতি সঙ্গীততাত্ত্বিক নিয়মের পরিবর্তে কল্পনার উপর নির্ভরশীল।

২. বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভিন্ন মত – বিভিন্ন ঘরানা বা বিদ্যালয়ে একই রাগের রাগিণী ও পুত্র রাগের নাম ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়।

৩. একতা বা সামঞ্জস্যের অভাব – যে রাগ একটি বিদ্যালয়ে রাগিণী হিসেবে গণ্য, অন্য বিদ্যালয়ে সেটি পুত্র রাগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪. সঙ্গীতগত মিলের অভাব – একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রাগগুলির মধ্যে অনেক সময় স্বর, চলন বা প্রকৃতিতে কোনো মিল দেখা যায় না।

৫. রাগের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে অক্ষম – এই পদ্ধতি রাগের প্রকৃত সঙ্গীতধর্ম বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে না।

এই কারণেই ধীরে ধীরে রাগ–রাগিণী পদ্ধতির গুরুত্ব কমে যায়।

অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি:

১. জনক–জন্য পদ্ধতি (দক্ষিণ ভারতীয়)

রাগকে জনক (মূল) এবং জন্য (উৎপন্ন) রাগে বিভক্ত করা হয়। এই পদ্ধতি মেলা (Melakarta)-র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবে একটি মেলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতরূপ সৃষ্টি হতে পারে বলে এটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়।

২. আধুনিক উত্তর ভারতীয় পদ্ধতি

আধুনিক উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে রাগগুলিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—

কানাড়া, কেদারা, মালহার, টোড়ি, সারং, নাট, বিলাবল

এই পদ্ধতি রাগ–রাগিণী পদ্ধতির তুলনায় অধিক যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকর হলেও, সব রাগকে এর মাধ্যমে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যও সবসময় স্পষ্ট নয়।

উপসংহার:

রাগ–রাগিণী শ্রেণীবিভাগ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি মধ্যযুগে রাগগুলিকে সুসংগঠিত করার প্রথম প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং রাগমালা চিত্রকলার বিকাশেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব ও অসামঞ্জস্যের কারণে বর্তমানে এই পদ্ধতির পরিবর্তে ভাতখণ্ডের ঠাট পদ্ধতি (হিন্দুস্তানি সঙ্গীত) এবং মেলকার্তা পদ্ধতি (কর্ণাটক সঙ্গীত) অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

Pritam Katham
Asst. Prof.(Music)
Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya